সংবাদ
তারিখ 22 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ঢাবিতে ৫২১ তদন্ত কমিটি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি দোষীদের বিরুদ্ধে

সাজেদুর রহমান

গত তিন দশকে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫২১টি তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও এসব কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি একবারও। দোষীদের ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিসিপ্লিনারি বোর্ড অকার্যকর হয়ে পড়ায় যে কোন ঘটনা ঘটার পর শুধু তদন্ত কমিটি গঠন করেই দায়িত্ব শেষ করে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও তদন্ত কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। এ অবস্থায় দাবি উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক তদন্ত সেল গঠনের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন ঘটনার স্বচ্ছতা আনার জন্য তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও কোন ঘটনার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করতে পারেনি একটি তদন্ত কমিটিও। শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ হামলার ঘটনা থেকে শুরু করে শিক্ষকদের ওপর সরকারদলীয় ক্যাডারদের হামলা, সন্ত্রাসও.

ব্যবস্থা : পৃঃ ১১ কঃ ৪

ব্যবস্থা : নেয়া হয়নি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রীদের যৌন নিপীড়ন, শিক্ষকদের স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণ, আর্থিক অনিয়ম প্রভৃতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা-উত্তর ৩৭ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ৫২১টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রগুলো বলেছে, তদন্ত কমিটিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয় না। এমনকি কারা কোন তদন্ত কমটির সদস্য ছিলেন সে তথ্যও দিতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ আছে কোন কোন তদন্ত কমিটি রিপোর্টই পেশ করে না।

কোন ঘটনা ঘটার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের সাময়িকভাবে শান্ত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী, জড়িত এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করেই তদন্ত কাজ শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি। অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষীদের কাছে চিঠি ইস্যু করেই দায়িত্ব শেষ করে। সাক্ষীরাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রদানে আগ্রহী হয় না। ফলে শুরুতেই তদন্ত কাজ ভেস্তে যায়। ফলে তদন্ত কমিটির ওপর আস্থা রাখতে পারেন না ছাত্র-শিক্ষকরা। তদন্ত কমিটি তাই তাৎক্ষণিক 'আই ওয়াশ' ছাড়া আর কিছুই নয়।

আরেকটি আলোচিত ঘটনা ঘটে ১৯৯২ সালে। ওই বছরে ৯ জানুয়ারি ছাত্রলীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদলকে শামসুন্নাহার হলের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরবর্তী সময়ে এ মামলার ১৪ আসামির প্রত্যেকে খালাস পেয়ে যায়।

২০০২ সালের ২৩ জুলাই রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশ ঢুকে ছাত্রীদের ওপর হামলা চালালে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এ আলোচিত ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করতে থাকে। এ সময় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হামলা চালায়। এ হামলার প্রতিবাদে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন মিছিল করে। ছাত্রদলের ক্যাডাররা তার ওপরও হামলা চালায়। এ ঘটনার পর যথারীতি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। দীর্ঘদিন তদন্তের পর ১৫০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন জমা দেয়া হলেও তা আলোর মুখ দেখেনি।

২০০৪ সালের অক্টোবরে রোকেয়া হলের বাথরুমে ক্যামেরা পেতে রাখার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয় ডিসিপ্লিন বোর্ড তদন্তের স্বার্থে রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক তাজমেরি এস ইসলামকে প্রধান করে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। সে তদন্তের পরিণতি কী হয়েছে কেউ জানে না। একইভাবে ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা করে ২২ জন হত্যার প্রতিবাদে ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগসহ ছয় সংগঠনের যৌথ সমাবেশ ছাত্রদল হামলা করে। সেই সঙ্গে হামলাকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কক্ষ ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি তদন্ত করলেও কোন রিপোর্টই দেয়নি। ২০০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালবাসা দিবসে টিএসসিতে বোমা হামলা হয়। তদন্ত কমিটি হয় কিন্তু কমিটির কোন কার্যক্রমই চোখে পড়েনি, তদন্ত রিপোর্ট তো দূরের কথা।

গত ৬ বছরে ক্যাম্পাসে কম করে হলেও ১২ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হামলার শিকার হয়েছেন। প্রতিবারই কমিটি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. হারুন-অর রশিদ বলেন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ার পরও সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয় সরকার ও তার দলের ব্যক্তিদের ইচ্ছায়। রাজনৈতিক দল থাকা অবস্থায় নেতারা উপাচার্যকেও তোয়াক্কা করেন না। আর যেসব ছাত্র ও শিক্ষক অপরাধ করে তারা কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে চলে যায়।